অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-১ অধিশাখা)

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৪৭.০১৫.১৬. ৪২৬ তারিখঃ ১০/০৪/২০১৭

বিষয়ঃ নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্রঃ (ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০৯২.০১৮.০০.০০.০০৮(অংশ-৫).২০১৬-৬৮৭, তারিখ: ২৮/১২/২০১৬ (কপি সংযুক্ত)।

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন-১ শাখার ইউ ও নোট নং-৪৬.০০.০০০০.০৭০.০১৮.৩৫২.১৪-১৪৪, তারিখ: ০৯/০৪/২০১৭ (কপি সংযুক্ত)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমগ্র বাংলাদেশে ২০১৭ সালে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত পৌরসভার সাথে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নকল্পে জরুরিভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আগামী ২০/০৪/২০১৭ তারিখের মধ্যে পৌর-১ শাখায় (সফট কপি ইমেইল- mazidlgd91@gmail.com ঠিকানায়) প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৮(আট) পাতা।

১০.০৪.১৭
(মোঃ আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১১৬০৩

বিতরণ:
মেয়র/প্রশাসক (সকল পৌরসভা)

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। অতিরিক্ত সচিব (নগর ও উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৩। উপসচিব, সিটি কর্পোরেশন শাখা-১, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মুলমন্ত্র

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা

বিষয়ঃ নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০৯২.০১৮.০০.০০.০০৮(অংশ-৫).২০১৬-৬৮৭, তারিখঃ ২৮/১২/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকের প্রেক্ষিতে সমগ্র বাংলাদেশে ২০১৭ সালে নির্ধারিত স্থানে শতভাগ কোরবানি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৬ ও ৭নং সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

"৭। সমগ্র বাংলাদেশে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান।

৮। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কসাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।"

এমতাবস্থায়, বর্ণিত কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। কার্যবিবরণীর ৬ ও ৭নং সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

মোঃ মাহমুদুল আলম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩৬২৫

উপসচিব
জেলা পরিষদ/উপজেলা, পৌর১/২, ইউপি শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ

ইউ ও নোট নং-৪৬.০০.০০০০.০৭০.০১৮.৩৫২.১৪-৪৪৪ তারিখঃ ০৯ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
তেজগাঁও, ঢাকা।
ওয়েব সাইটঃ http://giu.portal.gov.bd

স্মারকঃ ০৩.০৯২.০১৮.০০.০০.০০৮.(অংশ ৫). ২০১৬- ৬৮৭ তারিখঃ ২৮.১২.২০১৬

বিষয়ঃ ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মোঃ আবদুল হালিম, মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
স্থানঃ সভাকক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তারিখ ও সময়ঃ ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭, সকাল ১০:৩০
উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর ২০১৬ সালে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদর পৌরসভা হতে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এতে দেখা যায় যে ঈদ উল আযহা ২০১৬ উপলক্ষে ১১ টি সিটি কর্পোরেশন ও ৫৪ জেলা সদর পৌরসভায় ৬২৫১টি স্থান কোরবানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্ধারিত স্থানে ও তার বাইরে মোট ৭,৩৬০৩২ (সাত লক্ষ ছত্রিশ হাজার বত্রিশ) টি পশু কোরবানি হয়েছে। তন্মধ্যে নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি হয়েছে ৭৩.৩ শতাংশ পশু এবং এ সকল স্থান ব্যতীত যত্রতত্র পশু কোরবানি হয়েছে ২৬.৭ শতাংশ। ২০১৬ সালে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে উত্থাপিত হলে তিনি নিম্নরূপ অনুশাসন প্রদান করেন, "সমগ্র বাংলাদেশেই ব্যবস্থা নিতে হবে। কসাইদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারে। "

এমতাবস্থায়, সমগ্র বাংলাদেশে ২০১৭ সালে নির্ধারিত স্থানে শতভাগ কোরবানি নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপসমূহ সনাক্তকরণে এবং এ কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লক্ষ্য	সিদ্ধান্ত	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক ২০১৬ সালের কোরবানির অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৭	১।সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক ২০১৬ সালের নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই কার্যক্রমের দুর্বলতা, ব্যর্থতা পর্যালোচনান্তে ২০১৭ সালের কোরবানি জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সকল কাউন্সিলর, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রতিনিধি এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কর্মকর্তা তথা	১-১৫ জানুয়ারি, ২০১৭	সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা মেয়র

সালের কোরবানির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	অংশীজনের সভা দ্রুত আহবান করে পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। ২। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মাসিক সভা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা,ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত কমিটির সভায় ২০১৭ সালের কোরবানি নির্ধারিত স্থানে নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।		
২। কোরবানির স্থান নির্ধারণ ও কোরবানি প্রদানের উপযোগীকরণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ	১।২০১৬ সালের কোরবানির পশুর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ২০১৭ সালে কত পশু কোরবানি হতে পারে তা নির্ধারণ করে নিতে হবে। ২। পূর্ববর্তী ১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সভার সুপারিশ এবং বিগত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্ভাব্য পশু সংখ্যার আলোকে সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী ও কাউন্সিলরদের সহায়তায় কোরবানির উপযোগী স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও স্থান উপযোগীকরণের ব্যবস্থাসহ বিগত ১০ জানুয়ারি.২০১৬ তে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ৩। প্রতিটি নির্ধারিতস্থানের জন্য কমিটি গঠন ও কমিটির করণীয় ঠিক করে দিতে হবে। ৪। কর্ম পরিকল্পনার অগ্রগতি মনিটর করতে হবে।	৩১ জানুয়ারি, ২০১৭	সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / পৌরসভা মেয়র
৩। নির্ধারিত স্থানে পশু জবাইয়ের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	১।নির্ধারিত স্থানের ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তুতি পর্ব থেকেই জনপ্রতিনিধিদের এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রতিটি নির্ধারিত স্থানে সুষ্ঠু কোরবানির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে প্রতিটি কমিটিকে করণীয় ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। ২। উপরন্তু স্থানসমূহকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মোকাবেলার উপযোগী এবং পানি, বিদ্যুৎ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সকল ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণপূর্বক সম্ভাব্য ব্যয় হিসাব করে তা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা মেয়র
৪। অর্থ সংস্থান	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করবে।		সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা মেয়র ও স্থানীয়

			সরকার বিভাগ
৫। ইমাম, মওলানা ও কসাইদের নির্ধারিত স্থানে কোরবানি প্রদান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ	১। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কোরবানি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ইমাম, মাওলানা ও কসাইদের তালিকা (ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ) হালনাগাদ করবে। ২।তালিকা মোতাবেক কোরবানি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ইমাম, মাওলানা ও কসাইদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং নির্ধারিত স্থানে কোরবানি প্রদানের বিষয়ে প্রচারণার জন্য তাদেরকে নির্দেশনা দিতে হবে। ৩। তালিকাভুক্ত ইমাম ,মাওলানা বা কোরবানির পশু জবাইকারীগণও যেন সম্ভাব্য কোরবানিদাতাদের সংগে যোগাযোগ করে পশু জবাইয়ের জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে আসতে সক্ষম হন ,সেভাবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে বেসরকারি সংস্থা/এন জি ও দের কাজে লাগানো যেতে পারে । ৪।। কোরবানির পশু জবাইকারী সকল ইমাম, মাওলানা , হজুর এবং পশু প্রক্রিয়াকারী কসাইদের কোরবানির জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হবার এবং সেখানেই সকল পশু কোরবানির নির্দেশনা দিতে হবে ।	ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত	সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / পৌরসভা মেয়র
৬। নির্ধারিত স্থানে কোরবানি অনুষ্ঠানকে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া	সমগ্র বাংলাদেশে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য সিটি কর্পোরেশন , পৌরসভা ,উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান।		স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭। কসাইদের দক্ষতা বৃদ্ধি	সিটি কর্পোরেশন ,পৌরসভাসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কসাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	জানুয়ারি-আগস্ট ২০১৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৮। জনমত গঠন ও প্রচারনা	(১) জনমত গঠনে ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশের কোরবানি প্রদান পদ্ধতি জনগণকে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যত্রতত্র কোরবানি প্রদান যে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ বিষয়টিও তাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জনগণকে সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে যে, নিজ বাড়ির আঙ্গিনা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত পশু কোরবানি করা যাবে না।	আগস্ট ২০১৭	(১) ধর্ম মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

	(২)সিটি কর্পোরেশন ,পৌরসভার সকল জন প্রতিনিধি ,কর্মকর্তা –কর্মচারীদের নির্ধারিত স্থানে কোরবানি অনুষ্ঠান বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত করে প্রত্যেককেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখার নির্দেশ প্রদান করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভায় বিভিন্ন সেবাগ্রহণের জন্য আগতদের এ বিষয়ে জানাতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ যে সকল কর্মী সেবাপ্রদানের জন্য নাগরিকদের বাসাবাড়িতে যান ,তাদের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে লিফলেট, পোস্টার পৌছাতে হবে।		(২) সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা
	(৩)পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য, নির্দিষ্টস্থানে পশু জবাইয়ের উপযোগিতা বিষয়ে পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ঈদের ১ মাস পূর্বে	(৩) তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক ,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা মেয়র
	(৪) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট/ স্থানীয় সরকার/ সিটি কর্পোরেশন/ তথ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তুতকৃত নির্ধারিত স্থানে কোরবানি প্রদানের টেলিভিশন বিজ্ঞাপণ সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বেতারে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সকল প্রচারণাকালেও জনগণকে সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে যে, নিজ বাড়ির আঙিনা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত পশু কোরবানি করা যাবে না।	ঈদের ১ মাস পূর্ব হতে নিয়মিত	তথ্য মন্ত্রণালয়
	(৫) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের "আপনার শহর " বা অনুরূপ বিজ্ঞাপন সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাকে কোরবানি শুরুর অন্তত ১ মাস পূর্ব থেকে নিজ ব্যবস্থাপনায় প্রচার কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। এছাড়া লিফলেট, পোস্টার , মাইকিং, ফেইসবুকসহ এলাকার জন্য যে পদ্ধতির বিজ্ঞাপন কার্যকর বলে মনে করেন তা প্রচার করতে হবে।		সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা মেয়র
	(৬) নির্ধারিত স্থানের বাইরে পশু কোরবানি করা যাবেনা – এ বিষয়টি জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত করার জন্য তথ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ডকুমেন্টরি, লিফলেট ও পোস্টার সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে ।		তথ্য মন্ত্রণালয়
৯। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম	(১) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্রতত্র পশু জবাই বন্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১ জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ঈদের ১ মাস পূর্ব পর্যন্ত	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / স্থানীয় সরকার বিভাগ/ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় /সিটি কর্পোরেশন
	(২) অবৈধভাবে মোটা তাজা করা পশু বিক্রয় ও জবাই বন্ধ করা এবং মাংস বিহীন দিবসে পশু জবাই বন্ধ করা বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রচলিত আইন		

	উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসক, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। (৩)পশু জবাইয়ের জন্য যেখানে পর্যাপ্ত সরকারি জায়গা নেই সেখানে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার তত্ত্বাবধানে পশু জবাই নিশ্চিত করতে হবে।		
১০। স্থান নির্ধারণে বিভিন্ন সোসাইটি বা সমাজ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া	বিভিন্ন সরকারি কলোনিসহ এলাকাভেদে নিবাসীদের কল্যাণের জন্য গঠিত সোসাইটি বা এসোসিয়েশনসমূহকে তাদের এলাকায় কোরবানি উপযোগী স্থান নির্ধারণে সম্পৃক্ত করতে হবে।		সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা / পৌরসভা মেয়র
১১। বেসরকারি সংস্থা বা এন জি ও এর সাহায্য নেওয়া	নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টি ও নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু সহ করবানিদাতাদের আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এনজিওদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	মার্চ ২০১৭ হতে আগস্ট ২০১৭	এন জিএ ও বিষয়ক ব্যুরো সিটি কর্পোরেশন , পৌরসভা
১২। বিভিন্ন পশু পালন খামারকে সম্পৃক্তকরণ	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তালিকাভুক্ত খামারসমূহকে পশু বিক্রয়ের পাশাপাশি কোরবানির সময়ে তা জবাই ও প্রক্রিয়া করণে সক্ষম করে তুলতে হবে । বিভিন্ন মাংস প্রক্রিয়াকারি প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোরবানি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে উদবুদ্ধ করতে হবে।	মার্চ ২০১৭ হতে আগস্ট ২০১৭	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৩। কোরবানির পশু হাটে ভেটেরিনারি মেডিক্যাল টিমকে সহযোগিতা করা	কোরবানি পশুর হাটের ইজারাগ্রহণকারি কর্তৃপক্ষ পশু চিকিৎসক/ভেটেরিনারি মেডিক্যাল টিমকে তাদের কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে মর্মে ইজারায় শর্ত সংযুক্ত করতে হবে।	পশুর হাটের ইজারার শর্ত নির্ধারণ কালে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিবিধ সিদ্ধান্তসমূহ

১। সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রগণকে ২০১৭ সালের কোরবানি নির্ধারিত স্থানে নিশ্চিত করার জন্য উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান হয়।

২।।মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক বিভাগীয় কমিশনারগণ স্ব স্ব বিভাগে নির্ধারিত স্থানে ২০১৭ সালের কোরবানি অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন । তারা আওতাভুক্ত জেলা ও উপজেলার নির্ধারিত স্থানে কোরবানি প্রদান কার্যক্রমের সার্বিক পরিবীক্ষণ করবেন। আওতাধীন জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ,উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের দ্বারা ২০১৭ সালের কোরবানি নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠান নিশ্চিতের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা করবেন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় কসাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য তার আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম সার্বিক পরিবীক্ষণ করবেন।

৩। বিভাগীয় কমিশনার ও সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণপ্রণীত কর্মপরিকল্পনা আগামি ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মহাপরিচালক (জি আই ইউ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৪। সিটি কর্পোরেশনসমূহের সকল কর্মকর্তা,কর্মচারীকে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি প্রদান কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে সাধারণ জনগণ সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো শাখায় কাজের জন্য এলেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়।

৫। নির্ধারিত স্থানে ২০১৭ সালের কোরবানির পশুজবাই নিশ্চিত করার জন্য সিটি করপোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এখন থেকেই কার্যক্রম শুরু করবে ।

৬। পশুজবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১ অনুযায়ী বাজারে সরবারহকৃত মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে নিরাপদ কিনা তা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি ৩১ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়কে অবহিত করবে।

৭। প্রানিসম্পদ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইন ছাড়াও মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন বা অন্যান্য প্রচলিত আইনে গণউপদ্রব (পাবলিক নুইসেন্স) , যত্রতত্র পশুজবাই বন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় গবাদি পশুর মাংস বিক্রি প্রতিরোধ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ বিভাগ ও মেট্রোপলিটন পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্য সমাপ্ত করা হয়।

স্বাক্ষরিত/২৮.১২.২০১৬
মোঃ আবদুল হালিম
মহাপরিচালক,
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

1. মন্ত্রিপরিষদ সচিব , মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, (দৃষ্টি আকর্ষণ –অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন), বাংলাদেশ সচিবালয়
2. সিনিয়র সচিব ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ,বাংলাদেশ সচিবালয়
3. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
4. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
5. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
6. সচিব, মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
7. সচিব,তথ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়
8. সচিব ,ধর্ম মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়।

9. মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
10. মহাপরিচালক,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/বালাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বালাদেশ বেতার / বাংলাদেশ টেলিভিশন / তথ্য অধিদপ্তর / ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
11. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা / বরিশাল /সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ।
12. ডি.আই.জি. পুলিশ , ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ
13. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ঢাকা / চট্টগ্রাম /রাজশাহী /খুলনা/বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর
14. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর /ঢাকা দক্ষিণ /চট্টগ্রাম /রাজশাহী / খুলনা / বরিশাল / সিলেট / রংপুর / নারায়ণগঞ্জ / কুমিল্লা /গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
15. সচিব, বিটিআরসি, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা
16. জেলা প্রশাসক সকল
17. আঞ্চলিক নির্বাহি কর্মকর্তা (সকল) , ঢাকা উত্তর /ঢাকা দক্ষিণ /নারায়ণগঞ্জ /গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
18. পৌরসভা মেয়র (সকল)
19. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)
20. মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, সিটি কর্পোরেশন সকল (মাননীয় মেয়র মহোদয় বরাবর উপস্থাপনের জন্য)
21. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
22. ভেটেনারি সার্জন, ঢাকা উত্তর /ঢাকা দক্ষিণ /চট্টগ্রাম /রাজশাহী /খুলনা/বরিশাল/ সিলেট/রংপুর/নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা /গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

অনুলিপিঃ

1. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
2. মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
3. সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
4. পরিচালক(প্রশাসন) /পরিচালক-৩/ পরিচালক (গবেষণা)/ পরিচালক(ইনোভেশন) জি আই ইউ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
5. উপপরিচালক (সকল) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
6. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২৮.১২.২০১৬

ইসমাত মাহমুদা
পরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
মোবাইলঃ ৯১৩১৮৫৪
ইমেইলঃ ismatmahmuda@gmail.com